সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা

অংশীদারি সম্পর্কের একটি আন্তরিক আহ্বান

Coordinated Border Management

An inclusive approach for connecting stakeholders

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২৬ জানুয়ারি ২০১৫

International Customs Day
26 January 2015

Bangladesh Customs
বাংলাদেশ কাস্টমস

National Board of Revenue, Dhaka.
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের সব সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৫' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে আমি শুল্ক প্রদানকারী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানসহ শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য, যোগাযোগ, যাতায়াত ও ভ্রমণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সীমান্তের বিভিন্ন স্থল শুল্কবন্দরের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন ও যাত্রীর গমনাগমন আগের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থল শুল্কবন্দরে পণ্য আমদানি-রফতানিও যাত্রী গমনাগমনের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রাধীন আইন বাস্তবায়নে জড়িত। কিন্তু তা পৃথকভাবে সম্পাদন না করে সমন্বিতভাবে করতে পারলে আরও দক্ষতা, কম খরচে এবং কম সময়ে রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। আমি জানতে পেরেছি, রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকরণসহ নাগরিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি পরিহার, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষাসহ সরকারি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের নিমিত্তে সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা তথা Coordinated Border Management বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিসরে অনুসৃত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৫ এর স্লোগান Coordinated Border Management- An inclusive approach for connecting stakeholders' যুগোপযোগী হয়েছে। সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সীমান্ত বন্দরগুলোতে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক তথ্যবিনিময়, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য সেবা প্রদান দ্রুততর হবে বলে আমি মনে করি। দ্রুত ও নিরাপদ সেবা প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য Coordinated Border Management কার্যক্রমে বাংলাদেশ কাস্টমস অগ্রণী ভূমিকা রাখবে– এটাই জাতির প্রত্যাশা।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৫' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. আবদুল হামিদ

নতুন ভাবনা সীমান্ত ব্যবস্থাপনা

আজ প্রশ্ন তোলা যায়, কাস্টমস কি শুধুই রাজস্ব আদায়ের কাজ করে? তাহলে বলা যেতে পারে, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ে যেখানে ২০০০ সালে কাস্টমসের অংশ ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ, সেখানে ২০১৪ সালে কেন তা মাত্র ২৭ শতাংশে এসে দাঁড়াল? আসলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো এক সময় দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কাস্টমস ডিউটির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। ফলে শুল্কহারও ছিল বেশি, আমদানিও হতো বেশি। কিন্তু প্রতিটি দেশের নিজস্ব তৎপরতার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে এমন সব পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, যা মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে গতিশীল করার পাশাপাশি স্থানীয় রাজস্ব আদায়কে ঊর্ধ্বমুখী করছে। এখন উন্নত দেশগুলোর মতো শুল্কহারও কমেছে, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব মূসক এবং আয়করের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। এমনই একটি প্রেক্ষাপটে এবারের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য WCO নির্ধারণ করেছে 'Coordinated Border Management : An Inclusive Approach for Connecting Stakeholders'— যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা : অংশীদারি সম্পর্কের একটি আন্তরিক আহ্বান'। বিশ্বব্যাপী সীমান্ত ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এখন। যে কোনো কাজ সম্মিলিতভাবে করলে তা যেমন দ্রুত হয়, তেমনি তার পূর্ণতাও আসে। সীমান্তে অনেক সংস্থা কাজ করে। বাংলাদেশে কাস্টমস ছাড়াও রয়েছে বিজিবি, ইমিগ্রেশন পুলিশ, উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, আমদানিকারক-রফতানিকারক, ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, রেলওয়ে প্রমুখ নানা সংস্থা। পণ্য খালাসকরণে এসব সংস্থা নিয়মিত তদারকি এবং কাজ করে চলেছে। WCO মনে করছে, এসব সংস্থা যদি একে অপরের সঙ্গে নিজ নিজ কাজ সমন্বিতভাবে করে তবে বাণিজ্য ও মানব পারাপারে দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যসমাধা করা সম্ভব। আজ বিশ্বজুড়ে Trade Facilitation-এর কথা উচ্চারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কাস্টমসও এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নানা চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করতে হলে হাতে হাত রেখে কাজ করার বিকল্প নেই। সীমান্তে প্রত্যেক সংস্থার কাজের ধরন ও প্রকৃতি আলাদা, কিন্তু সবার লক্ষ্য একটাই। এই লক্ষ্য যদি এক থাকে তবে আন্তঃযোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় এবং আইন ও বিধিবিধানের সফল প্রয়োগ করে দ্রুত পণ্য খালাস বা অন্যান্য কাজ করা সম্ভব বলে বাংলাদেশ কাস্টমস মনে করে। নিরাপত্তা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজগুলো আজ কাস্টমসের অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কাজে চাই অন্যদেরও সহযোগিতা। এ ধরনের সহযোগিতা আন্তঃবিভাগ সম্পর্কোন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে।

তাছাড়া সীমান্তে কর্মরত সংস্থাগুলো একে অন্যের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে বিশ্বাস ও আস্থার মনোভাব নিয়ে কাজ করলে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়গুলোর দ্রুত সমাধান সম্ভব। আগামী দিনগুলোয় কাস্টমসকে মূল ভূমিকায় থেকে সমন্বয়ের এই গুরু দায়িত্বটি পালন করতে হবে। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালনের সুবাদে দেশের জনগণ কাস্টমস বিভাগের কার্যক্রম, গুরুত্ব এবং দেশ গঠন ও দেশের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছে– এ বিষয়গুলোও অবহিত হবে। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৫-এর এই স্লোগানটি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রতিটি কাস্টমস দপ্তর বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সীমান্ত সুরক্ষিত হোক, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড দ্রুততর হোক, জঙ্গি ও সন্ত্রাস থেকে দেশ নিরাপদ থাকুক, সমন্বিতভাবে সবার প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা আমাদের পৌঁছে দিক কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫ আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি শুল্ক বিভাগের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবা গ্রহীতাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন আমদানি-রফতানি কার্যক্রম। এ কাজকে সহজ ও গতিশীল করতে রাজস্ব প্রশাসন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সেবা গ্রহীতা এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদানসহ একত্রে কাজ করা একান্ত জরুরি। এ পরিপ্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Coordinated Border Management- An inclusive apporach for connecting stakeholders' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্য নিয়ে সরকার দেশের শুল্ক আদায় কার্যক্রমকে আধুনিক ও গতিশীল করতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শুল্ক ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সহজ হয়েছে। আমদানি-রফতানি বাণিজ্য একটি কেন্দ্র হতে সঞ্চালনের কার্যক্রম গৃহীত হতে যাচ্ছে। আমরা রাজস্ব প্রশাসনে জনবল বৃদ্ধি করেছি। তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক শুল্ক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বহুগুণে বেড়েছে। আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে অসাধু তৎপরতা বন্ধ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পণ্য চালান ও সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণসহ স্পর্শকাতর পণ্য চোরাচালান রোধে শুল্ক বিভাগ সাফল্য অর্জন করছে। আমি আশা করি, রাজস্ব প্রশাসন রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আরও তৎপর হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো।

আমি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এক দেশের পণ্য অন্য দেশে যেতে আন্তঃদেশ বাণিজ্যের সূচনালগ্ন থেকেই মাশুল দিয়ে আসছে। বিশ্বায়নের যুগে আমরা এখন প্রতি দেশের সীমানায় শুল্ক আদায় করতে চাই না। বাণিজ্য হবে অবাধ ও উন্মুক্ত।

বাণিজ্য শুল্ক দেশে দেশে জাতীয় Customs কর্তৃপক্ষগুলো আদায় করে এবং তারা যে পথে বাণিজ্য হয় (স্থলবন্দর, নৌবন্দর বা সমুদ্রবন্দর) সেখানেই শুল্ক দপ্তরের শাখা খুলে রাখে। এসব শুল্ক দপ্তরে যাতে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি প্রতিপালিত হয় সেজন্য ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা পায় WCO (World Customs Organisation)। এখন আমরা Revised Kyoto Convention মান্য করি এবং সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে ASYCUDA World System অবলম্বন করে পণ্য বা সেবা বাণিজ্য পরিচালনা করি। আশা করা যায়, ২০১৬ সালে কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় Green channel সার্বজনীন হতে পারবে। WCO প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি International Customs Day হিসেবে পালন করে। WCO এর সদস্য দেশ এবং দেশগুলোর কাস্টমস বিভাগ একই ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রীতি, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে এই দিবসটি সারাবিশ্বে একই সঙ্গে উদযাপন করে থাকে। এ বছরের WCO এর কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, 'Coordinated Border Management-An inclusive approach for connecting stakeholders'। বর্তমান বিশ্ব এখন বাণিজ্য সহজীকরণ ও উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রবৃদ্ধি বর্ধনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

এই বাস্তবায়নকে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে WCO Coordinated Border Management-কে এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর সমন্বিতভাবে, একত্রে, কম খরচে ও দক্ষতার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সেবা প্রদান করাই Coordinated Border Management-এর মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে রাজস্ব বোর্ড ডিজিটাল নেটওয়ার্ক প্রসারে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং ২০১৬ সালের মধ্যে ডিজিটালাইজেশনে আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ জন্য আমার মনে হয়, বিশ্ব সমাজের কাছে WCO-এর এই ঘোষণাকে ফলপ্রসূ করা ডিজিটাল বাংলাদেশের পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর অধীনে দপ্তরগুলোর যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ শুল্ক কর্তৃপক্ষ ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস উদযাপন করবে জেনে আমি আনন্দিত।

ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন বিভিন্ন দেশে অনুসৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে, যা বিশ্ববাণিজ্য প্রসার এবং বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীবিন্যাস সমন্বিত না হলে শুল্ক আরোপ ও প্রশাসনে জটিলতা দেখা দেয়, যা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যাহত করে।

বাণিজ্য উদার প্রক্রিয়া এবং বিদেশি বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করছে। একই কারখানা পণ্যের সব অংশ উৎপাদন করে– এই পদ্ধতি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পণ্যের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত এবং কোনো একটি স্থানে একীভূত হয়। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মূল্য সংযোজন ধারায় (value-chain) অংশ নেওয়া প্রয়োজন। আমদানি-রফতানিতে যন্ত্রাংশের পরিমাণও বাড়বে।

বিশ্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শুল্কনীতি, শ্রেণীবিন্যাস ও প্রশাসন সমন্বিত করা প্রয়োজন, নতুবা শুল্ক ব্যবস্থাপনার জটিলতা উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আমি আশা করি, বিশ্ব শুল্ক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থাপনা এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ শুল্ক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে।

আমি বিশ্ব শুল্ক দিবস উদযাপনের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই এবং বিশ্ব শুল্ক দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

ড. মসিউর রহমান

প্রতিমন্ত্রী
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

WCO (World Customs Organization)-এর সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সংস্থাটি মূলত শুল্ক কাঠামো এবং পদ্ধতির সহজীকরণ ও যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য উদারীকরণ, চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক, অস্ত্র ও মুদ্রা পাচার রোধসহ সবক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে পরামর্শ দেয়।

WCO-এর উদ্যোগে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি সদস্য রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করে। প্রতি বছরই সংস্থাটি তাদের গৃহীতব্য কার্যক্রমের আলোকে একেকটি স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দেয়। এ বছর 'Coordinated Border Management- An Inclusive approach for connecting stakeholders' এ স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সহজ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক আন্তঃদেশীয় ও বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। WCO এই উদ্দেশ্যকেই বাস্তব রূপ প্রদানের লক্ষ্যে 'Coordinated Border Management-কে বিশ্বের কাস্টমস পরিবারের মধ্যে জাগ্রত করার প্রয়াস নিয়েছে। বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশ দ্রুতই ডিজিটাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে WCO-এর এ বছরের মূল প্রতিপাদ্যকে বাস্তবরূপ দিতে পারবে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে। এ পালনের মধ্য দিয়ে কাস্টমস কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন, একই সঙ্গে ভৌগোলিক সীমারেখা ভেঙে কীভাবে কাস্টমস এক বৈশ্বিক সীমারেখায় আরও সম্প্রীতির বন্ধনে বিশ্বের মানুষকে আবদ্ধ করে, সে চেতনায়ও হৃদ্য হবে। আরেকটি বিষয় খুবই প্রণিধানযোগ্য যে, আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালনের সুবাদে দেশের জনগণ কাস্টমস বিভাগের কার্যক্রম, গুরুত্ব, দেশ গঠন ও দেশের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখে– এ বিষয়গুলোও অবহিত হবে। আমি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

এম এ মান্নান এমপি

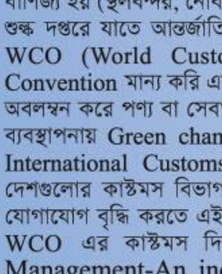

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সারা দেশের কাস্টমস দপ্তরগুলো দিবসটি উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এবার দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়– 'Coordinated border management-an inclusive approach for connecting stakeholders' (সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা : অংশীদারী সম্পর্কের একটি আন্তরিক আহ্বান)। কাস্টমস বিভাগ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম থেকে জাতীয় রাজস্ব আহরণ করে সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের খরচ যোগায় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং রাজস্ব আহরণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ করে আমদানি-রপ্তানিকে বেগবান করার পাশাপাশি বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে কাস্টমসের ভূমিকা প্রশংসনীয়। শুল্ক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, শুল্ক পদ্ধতির অটোমেশন, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার রাজস্ব আহরণ ও সেবা প্রদানকে অধিকতর গতিশীলতা দিয়েছে। বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা অপরিহার্য। উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের জন্য সীমান্ত বন্দরসমূহে নিযুক্ত সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সরকার প্রাপ্য রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করাই Coordinated Border Management-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ কাস্টমস নতুন এবং যুগোপযোগী প্রযুক্তির প্রায়োগিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি। মুক্তবাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ, মানি লন্ডারিং, মানবপাচার ও মুদ্রাপাচার রোধের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাস্টমস বিভাগ আরও অধিকতর সফলতার পরিচয় দেবে এবং একটি আন্তর্জাতিক মানের কাস্টমস বিভাগ গঠনে নিবেদিত হবে– আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৫ এর প্রাক্কালে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৫ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ নজিবুর রহমান

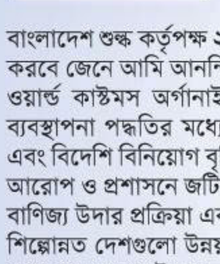

Secretary General
WCO
Belgium

MESSAGE

This year's International Customs Day heralds the launch of the WCO Year of Coordinated Border Management (CBM), a year in which Customs administrations are encouraged to actively promote the partnerships they have built to improve and expedite border processing.

The Bangladesh National Board of Revenue (NBR), like other Customs administrations around the globe, is working in this direction for the purpose of developing partnerships and enhancing border procedures. A good example of this is the NBR's leading role in the National Trade Facilitation Committee to implement the WTO Trade Facilitation Agreement, underpinned by a comprehensive review of its legislation and operational procedures to be in further conformity with the Revised Kyoto Convention (RKC).

Under the slogan "Coordinated Border Management - An inclusive approach for connecting stakeholders", we are signaling the international Customs community's aspiration to further enhance its collaboration, cooperation and working relationships with its many partners.

The WCO continues providing support to Members, including Bangladesh, in undertaking their Customs reform and modernization initiatives as mentioned.

Last but not least, 2015 will also be the 10th anniversary of the adoption of the WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, which will include the addition of a third pillar on "Customs to other government agencies", making the annual theme particularly apt and timely.

Over the course of 2015, I invite all WCO Members to share information on their CBM vision, the CBM model that they have put in place, their efforts to harmonize, streamline and simplify border management systems across all border agencies, and their CBM outreach activities to the business community.

Wishing you all a very successful International Customs Day!

Kunio Mikuriya

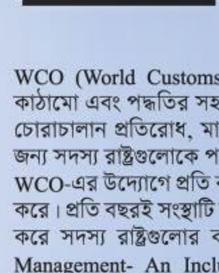

সদস্য (শুল্ক : রফতানি, বন্ড ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৬ জানুয়ারি, ২০১৫, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস' উদযাপন করছে। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও WCO আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের জন্য একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে এবং তা হলো– 'Coordinated Border Management- An Inclusive approach for connecting stakeholders'। WCO-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকেও নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববাণিজ্য সহজীকরণ ও উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রবৃদ্ধি গতিশীল করার লক্ষ্যে WCO কর্তৃক নির্ধারিত ও পদ্ধতি মোতাবেক Coordinated Border Management বাংলাদেশকেও বাস্তবায়ন করতে হবে। স্থলসীমান্ত বন্দরে পণ্য চালান আগমন ও খালাসসহ যাত্রী পারাপার স্বল্পতম সময়ে, দক্ষতার সঙ্গে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সম্পাদন করে প্রাপ্য রাজস্ব যথাযথভাবে আহরণ করাই এ বছরের প্রতিপাদ্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এ কারণে সীমান্ত বন্দরগুলোতে কর্তব্যে নিয়োজিত সব স্টেকহোল্ডারকে ডিজিটাল টুলসের মাধ্যমে একটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত করে স্বল্পতম সময়ে ও খরচে দেশের আইন বিধান মোতাবেক সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ইতিমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস বিভাগ উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন ধরনের আধুনিকায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্তে চোরাচালান রোধ করাসহ বাংলাদেশ কাস্টমস রাজস্ব আহরণ, বাণিজ্য সহজীকরণ ও সমন্বয় সাধন এবং বাণিজ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি করে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ভূমিকা উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর হবে– এটাই নতুন বছরের প্রত্যাশা।

আমি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ কাস্টমস পরিবারের সবার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান